দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 02 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

২৫টি বিশিষ্ট মাদ্রাসার প্রিন্সিপালদের অভিমত

কওমী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কোন গোয়েন্দা চক্রান্ত প্রতিরোধ করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার

পার্শ্ববর্তী দেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের কওমী শিক্ষা ব্যবস্থা ও এ ধারার ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ২৫টি কওমী মাদ্রাসার প্রিন্সিপালগণ (মুহতামিম)। গতকাল প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মুহতামিমগণ বলেন, কওমী শিক্ষা ব্যবস্থা গত ১ শতাব্দী পর্যন্ত দেশ, জাতি ও ইসলামের নিরলস খেদমত করে আসছে। ফলে জনগণের সাথে এ ধারার আলেম-উলামা ও সংগঠনগুলোর এক সুগভীর বন্ধন তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশের শত্রুরা এ বন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে, দেশকে গ্রাস করতে পারবে না জেনেই কওমী শিক্ষার বিরুদ্ধে এহেন চক্রান্ত লিপ্ত হয়েছে। বিবৃতিদাতাগণ বলেন,

পৃঃ ২ঃ কঃ

কওমী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কোন চক্রান্ত

১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রকাশিত খবরে উল্লেখিত নীল নকশা অনুযায়ী উক্ত গোয়েন্দা সংস্থাটি যেন মাদ্রাসা শিক্ষা এবং একটি মাদ্রাসাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, সে বিষয়ে সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিবৃতিতে বলা হয়, ইসলামের চির দুশমন সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো ইতিমধ্যে বার বার কওমী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু প্রতিবারই এ দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ তা প্রতিহত করেছে। এবারও গোয়েন্দা সংস্থাটির সকল ষড়যন্ত্র ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত জনগণ প্রতিহত করবে ইনশাআল্লাহ। বিবৃতিদাতা মুহতামিমগণ হলেন- মাওলানা শাহ আহমদুল্লাহ, আশরাফ, মুহতামিম, জামেয়া মুরিয়া ইসলামিয়া, কামরাঙ্গীরচর, মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী, মুহতামিম, জামিয়া মাদানিয়া, বারিধারা, মাওলানা আলতাফ হুসাইন, মুহতামিম, মক্কীনগর মাদ্রাসা, মাওলানা ফরীদুদ্দীন মাসউদ, মহাপরিচালক, ইকরা বাংলাদেশ, মাওলানা মাহফুজুল হক, মুহতামিম, জামেয়া রাহমানীয়া, সাত মসজিদ, মাওলানা মোস্তফা আজাদ, মুহতামিম, জামেয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদ, মাওলানা ফারুক আহমাদ, মুহতামিম, লালবাগটিয়া মাদ্রাসা, মাওলানা হিফজুর রহমান, মুহতামিম, জামেয়া রাহমানিয়া, মাওলানা আনোয়ার শাহ, নায়েবে মুহতামিম, মালিবাগ জামিয়া, মাওলানা মুফতী মুহিউদ্দিন, নায়েবে তা'লীমাত, জামেয়া সোবহানীয়া, টঙ্গী, মাওলানা আবুল কালাম, মুহতামিম, জামেয়া মুহাম্মদিয়া মুহাম্মদপুর, মাওলানা মুফতী এনামুল হক, সেক্রেটারী, মুফতী বোর্ড, বাংলাদেশ, মাওলানা মুফাজ্জল হুসাইন, মুহতামিম, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, তাঁতীবাজার, মাওলানা সলীমুল্লাহ, নায়েবে মুহতামিম, আমীনবাজার মাদ্রাসা, মাওলানা জানোয়ার জাফরী, মুহতামিম, বাংলাদেশ মহিলা মাদ্রাসা, মাওলানা মুকলেসুর রহমান কাসেমী, ছনটেক মহিলা মাদ্রাসা, মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, মুহতামিম, হাফেজী হুজুর মসজিদ কমপ্লেক্স মাদ্রাসা, মাওলানা মামুনুর রশীদ, মুহতামিম, মাদ্রাসা দারুত্তাকুল কুরআন, জিগাতলা, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, মুহতামিম, আল-মাদানী মহিলা মাদ্রাসা, মিরপুর, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইবরাহীম, মুহতামিম, ইসলাম প্রচার কওমী মাদ্রাসা, মহাখালী, মাওলানা মুফতী রুহুল আমীন, মুহতামিম, আল আশরাফ মাদ্রাসা, গাজীবাড়ী, মাওলানা আব্দুল জলীল, নায়েবে মুহতামিম, ইসলামীয়া ইব্রাহীমিয়া মাদ্রাসা, মহাখালী প্রমুখ।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি ছিল প্রতিবেশী একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থা দেশটির প্রতি কথিত বৈরিতাকে নিঃশেষ করার বাহানা বানিয়ে বাংলাদেশের ধর্মীয় শক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে রাষ্ট্রীয় শক্তির সংঘাত সৃষ্টিসহ ৮ দফা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের বেসামরিক, সামরিক ও পুলিশ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারক পদ থেকে প্রতিবেশী দেশটির স্বার্থের জন্য অসুবিধাজনক ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কৌশলে তাদের বাদ দিয়ে সে সব পদে অনুকূল ব্যক্তিদের বসানোসহ এ দেশের কওমী শক্তিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে। উক্ত পর্যায়ের উক্ত গোয়েন্দা সংস্থার কর্মসূচীতে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে এনে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সংকুচিত করা। সম্ভব হলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ দেয়ার ব্যবস্থা করা। এতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থাটি চাচ্ছে তাদের নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে কওমী মাদরাসা শিক্ষিতদের মধ্যে তাদের নিজস্ব লোক ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে জঙ্গী গ্রুপ তৈরীর চেষ্টা করা। অতঃপর তাদের দিয়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটানোর মাধ্যমে তাদের প্রশাসনের মুখোমুখি করা। এসব পোষা জঙ্গীদের কর্মকাণ্ড কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দেয়া। পোষা জঙ্গীদের দিয়ে পশ্চিম সিলন ও বর্মের ওপর পরিকল্পিত আঘাত হানারও চেষ্টা করা, এতে করে কওমী ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ করার ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন পাওয়া সহজ হবে।